প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: ওয়াশ সংক্রান্ত বাজেট পরবর্তী পলিসি ব্রিফ

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: আঞ্চলিক বৈষম্যই কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ

হোসেন জিল্লুর রহমান
মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ

জুন ২০২১

unicef for every child
PPRC Power and Participation Research Centre
WaterAid

বাজেটে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলেও মহামারি মোকাবেলায় যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়নি

বিগত কয়েক বছর ধরে এমনকি এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও ওয়াশ খাতে লক্ষণীয়ভাবে বরাদ্দ বেড়েছে। এক দশক আগে (২০১০-১১) ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ছিল চার হাজার ৩৮১ কোটি টাকা। চলতি বাজেটে (২০২১-২২) এ বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকায়। চিত্র-১ এ বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবে ওয়াশ খাতে থাকা পর্বতসম আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো, ওয়াশের উপখাতগুলোর মধ্যে সমহারে বণ্টন এবং সর্বোপরি এসব বরাদ্দ সরকারের নানা দপ্তর ও সংস্থা কীভাবে সফলতার সঙ্গে ব্যয় করছে, সেগুলো এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বাজেটে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির চিত্র

চিত্র ১ঃ ওয়াশ বরাদ্দের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা শত কোটি টাকায়
(২০২১ সালের বিনিময় মূল্যের নিরিখে)

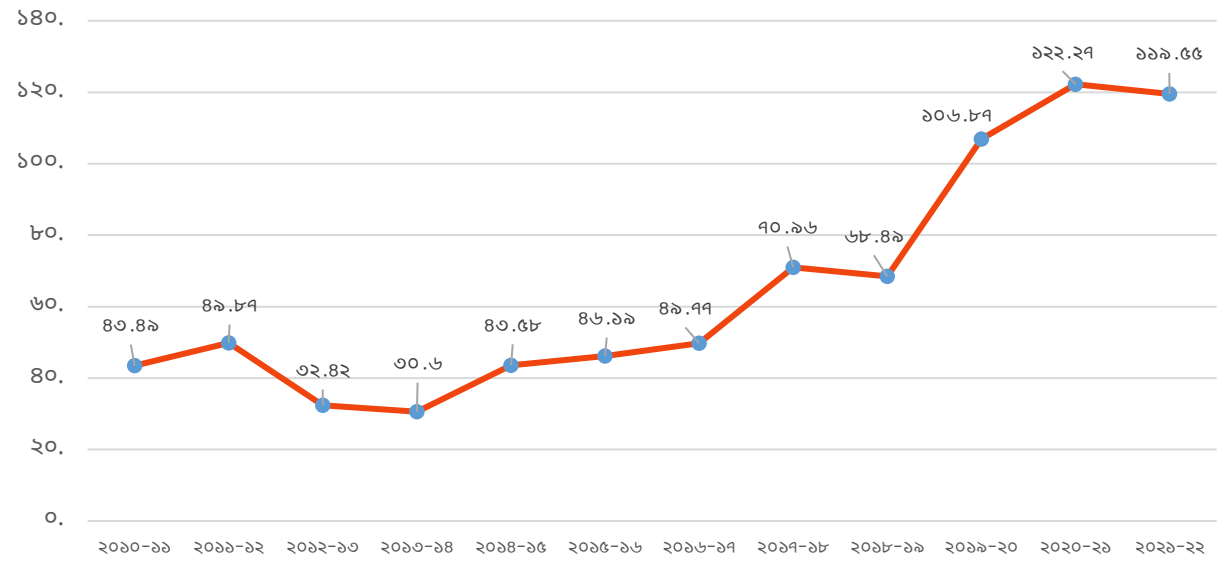

বাজেট-পুব ব্রিফিংয়ে কোভিড-১৯ এর সঙ্গে লড়াইয়ে ওয়াশ খাতের বরাদ্দে মহামারিকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান ছিল

২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপনের আগের ব্রিফিংয়ে ওয়াশ খাতের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধিকে মূল অগ্রাধিকারের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই উপখাত যথারীতি এবারও বরাদ্দ পাওয়ার দিক থেকে উপেক্ষিত ছিল। (দেখুন চিত্র ২ ও ২/১) ।

চিত্র ২ ঃ ওয়াশ খাতের বিভিন্ন উপখাতে ২০২১–২২ অর্থবছরে বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

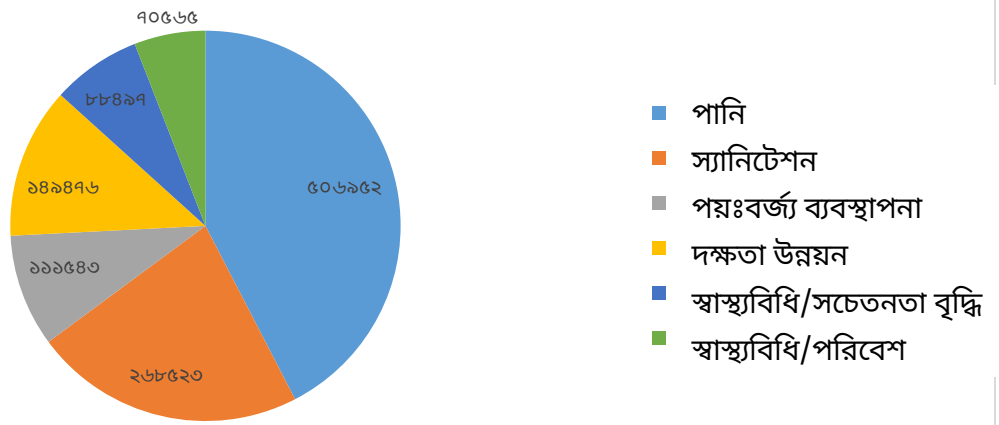

২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ সালের অর্থবছরে ওয়াশ খাতের খাতওয়ারি বরাদ্দের প্রবণতা চিত্র-৩ এ উঠে এসেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি উপখাতে বরাদ্দ দিন দিন কমেছে। স্বাস্থ্যবিধিকে উপেক্ষার তালিকায় না রেখে একে মূলধারার এজেন্ডায় পরিণত করা এবং এর সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতার নিবিড় সংযোগের বিষয়টির অনুসন্ধানের তাগিদ দেওয়া হয়েছিল বাজেট-পুর্ব ব্রিফিংয়ে। সার্বিক স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে এটি এখনো একটি বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে আর এর দিকে আরও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্র ৩ঃ ওয়াশ বাজেটে স্বাস্থ্যবিধি/পরিবেশ খাতে আনুপাতিক বরাদ্দ

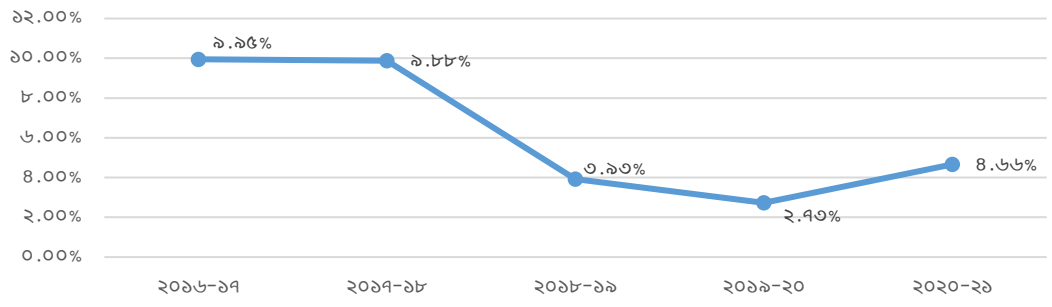

স্যানিটেশন প্রাধান্য পাচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত

এটা লক্ষণীয় যে, ওয়াশ খাতের উপখাতগুলোর মধ্যে পানি ছাড়া স্যানিটেশন খাত প্রাধান্য পাচ্ছে। চিত্র -২ এ দেখা যাচ্ছে, ২০২১-২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে স্যানিটেশন দ্বিতীয় বৃহৎ বরাদ্দটা পেয়েছে। আগের বাজেটগুলোতেও এই প্রবণতা দেখা গেছে (চিত্র-৪)। এই প্রবণতা প্রশংসনীয়। তবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির মধ্যেকার পার্থক্যটা মাথায় রাখতে হবে। একইভাবে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে অপুষ্টি/পুষ্টিহীনতার যে যোগসূত্র আছে সেটিও অনুধাবন করতে হবে। আর অর্থের বরাদ্দ সেভাবেই দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলবে। উদাহরণ হিসেবে ২০১৯ সালের বহুনির্দেশক গুচ্ছ জরিপ বা মিকসের জরিপের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে দেখা গেছে, মাঝারি ও চরম খর্বতার পরিমাণ ২০১৩ সালে ছিল ৪২ শতাংশ। সেটি ২০১৯ এ কমে যায় ২৮ শতাংশে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৮ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি জরিপে দেখা যায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি না করার ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধির চর্চা যতটা আশা করা হয়েছিল সেই পরিমাণ হয়নি। ওই জরিপে দেখা গেছে, একটি শৌচাগার ১১৫ জন শিক্ষার্থী ব্যবহার করছে। মাত্র ৩৪ শতাংশ স্কুলের হাত ধোয়ার স্থানে পানি ও সাবানের বন্দোবস্ত ছিল। এখন এই মহামারির সময় কোভিড-১৯ ছোট শহর থেকে শুরু করে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিষয়টি যদি একগুঁয়েমি আর নমনীয়তার কারণে উপেক্ষিত হতেই থাকে তবে করোনার সংক্রমণ আরও ছড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

> বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৮ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি জরিপে দেখা যায়, একটি শৌচাগার ১১৫ জন শিক্ষার্থী ব্যবহার করছে। মাত্র ৩৪ শতাংশ স্কুলের হাত ধোয়ার স্থানে পানি ও সাবানের বন্দোবস্ত থাকে।

চিত্র ৪ঃ ওয়াশ বাজেটের বিভিন্ন উপখাতভিত্তিক বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

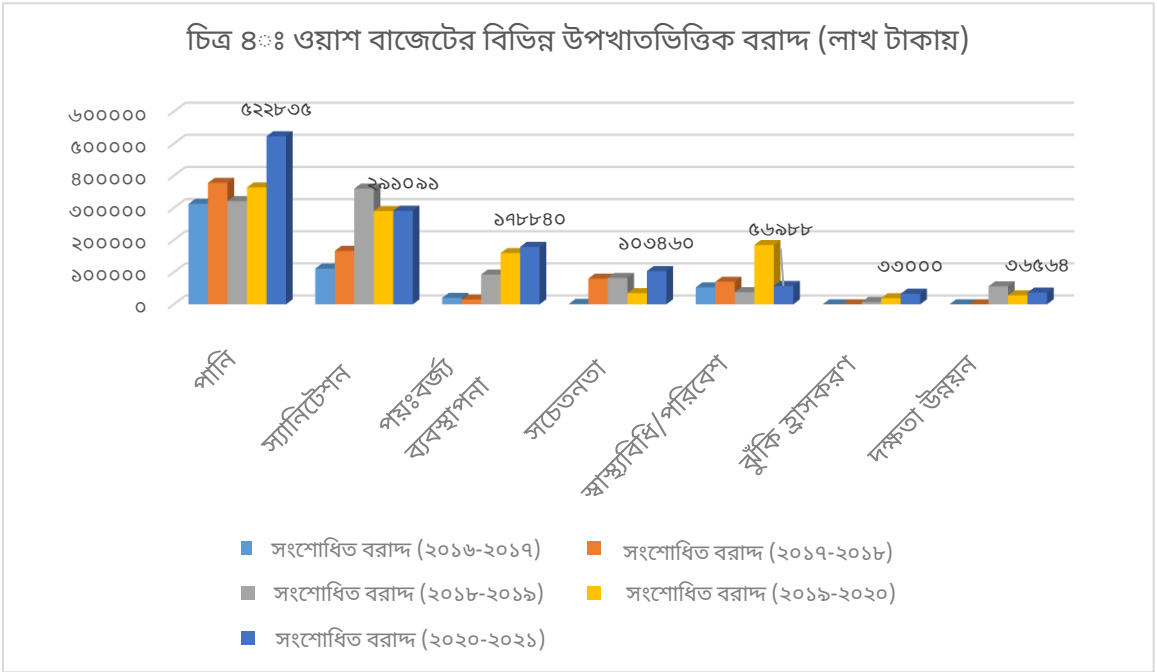

ওয়াশ খাতে ওয়াসা পেল সর্বোচ্চ বরাদ্দ

আগের বছরগুলোতে দেখা গেছে, চার বড় শহরের চার ওয়াসা ওয়াশ খাতের সিংহভাগ বরাদ্দ পেয়েছে। চিত্র-৫ এ এটি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু চার ওয়াসার মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে, সেগুলোর মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা ছিল না আবার সমবণ্টণের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। চিত্র ৫ এ দেখা যাচ্ছে এই চার ওয়াসার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ জুটেছে ঢাকা ওয়াসারাই।

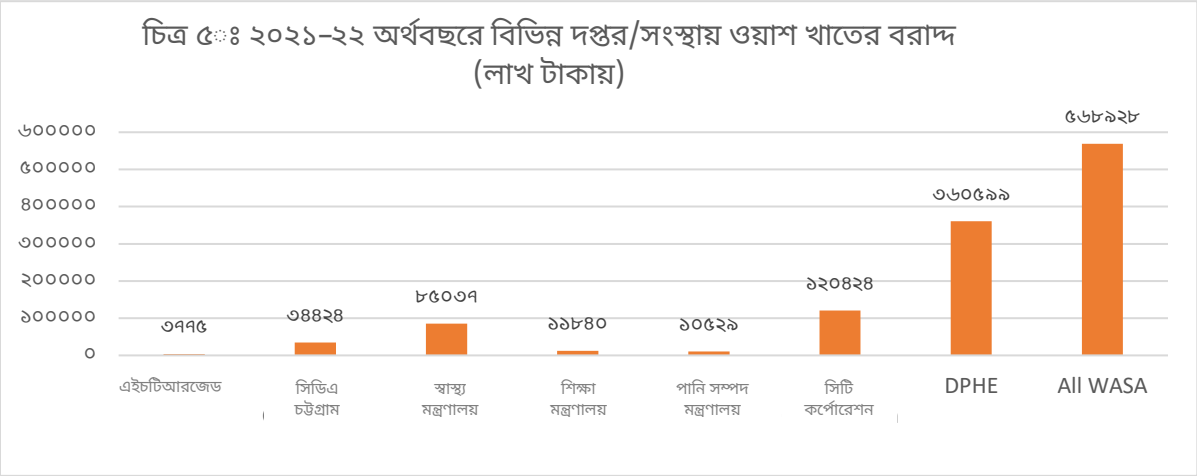

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ওয়াশ খাতের বরাদ্দে দেখা গেছে, ওয়াসাগুলোর মধ্যে ঢাকা ওয়াসা একাই অর্ধেকের বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। আর খুলনা ওয়াসা পেয়েছে সবচেয়ে কম। (দেখুন চিত্র - ৬)। বাজেট বরাদ্দে সমবণ্টনের জন্য ওয়াশ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরেই এই অসম ও অকারণ বণ্টনের ধারা চলে আসছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টিও দিচ্ছে না।

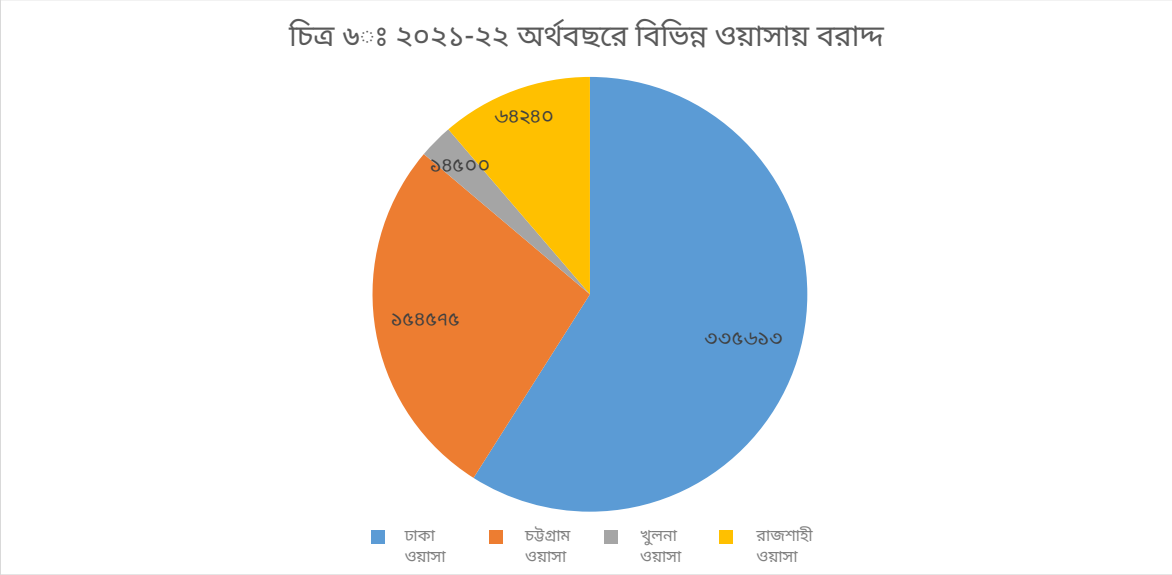

প্রস্তাবিত বাজেটে (২০২১-২০২২) ওয়াশ খাতের বরাদ্দের খাতভিত্তিক উপাত্তের চিত্রে অসম বণ্টনের ধারা

চিত্র-৭ এ দেখা যাচ্ছে, মহানগরগুলো/মেট্রোপলিটন শহর ওয়াশ খাতে যথাযথ ও সম পরিমাণ গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত বাজেটে দেখা গেছে, গাজীপুর সিটি করপোরেশন একাই মোট বরাদ্দের অর্ধেকের বেশি পেয়েছে। আর গাজীপুর ও ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি মিলিয়ে তিন-চতুর্থাংশ বরাদ্দ পেয়েছে। অন্য আট মহানগর পেয়েছে সামান্য।

চিত্র ৭ঃ বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ

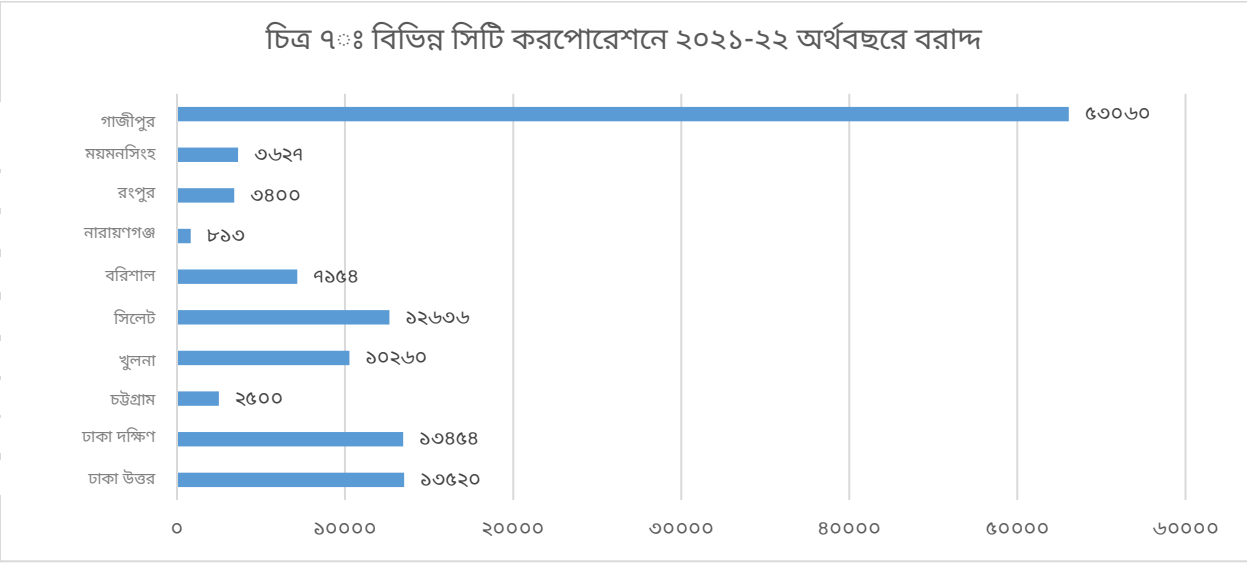

গ্রাম-শহরের বৈষম্য ঘুচল না

চিত্র -৮ এ উল্লেখ করা উপাত্তের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, প্রস্তাবিত বাজেটে (২০২১-২২ অর্থ বছরের) , ওয়াশ খাতের সংশ্লিষ্টদের আহাবান সত্ত্বেও এ খাতে গ্রাম ও শহরের সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যবধান এখনো ঘোচেনি। এসডিজি-৬ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাইলে এই বিশাল ব্যবধান অবশ্যই ঘোচাতে হবে। আর বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমতা আনতে হবে।

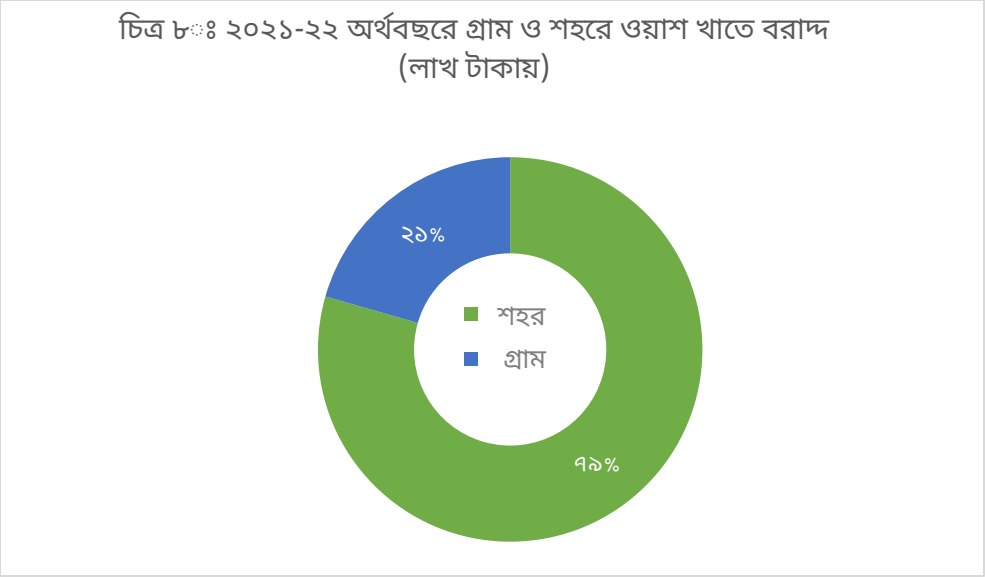

চিত্র -৯ এ দেখা যাচ্ছে, বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরে ব্যবধান প্রতি বছর তার আগের বছর থেকে বেড়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে এবং এসডিজি-এর লক্ষ্য পূরণে গ্রামে আরও বেশি বরাদ্দ দিতে হবে।

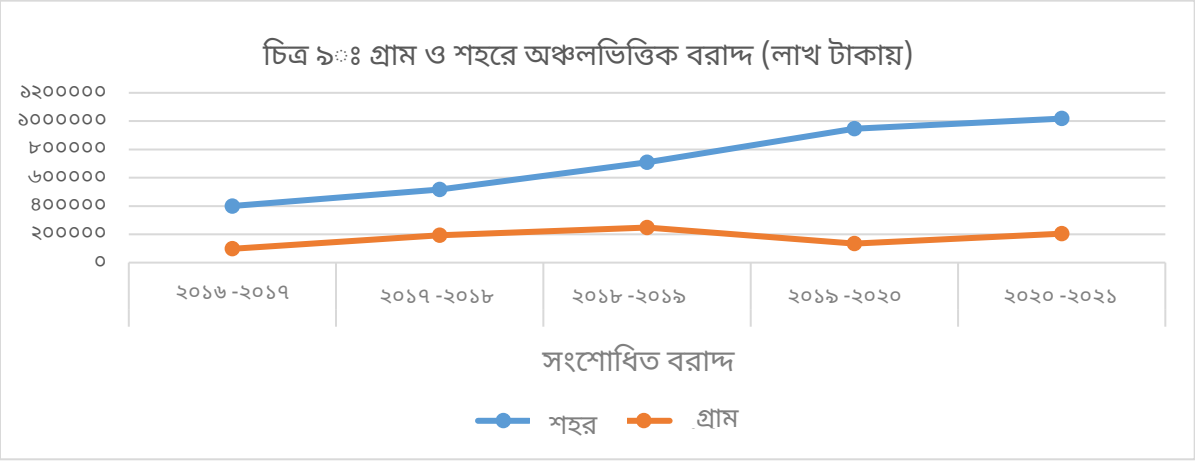

খাতভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণে (চিত্র ১০) দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে ওয়াশ খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বরাদ্দ গেছে মেট্রোপলিটন শহরগুলোয়। ছোট শহর ও দুর্গম এলাকাগুলো একেবারে প্রান্তে পড়ে আছে। অবশ্য উপকূলীয় এলাকাগুলো জলবায়ু বাজেটে পানি ও স্যানিটেশন খাতে ৬৭২ কোটি টাকা পেয়েছে।

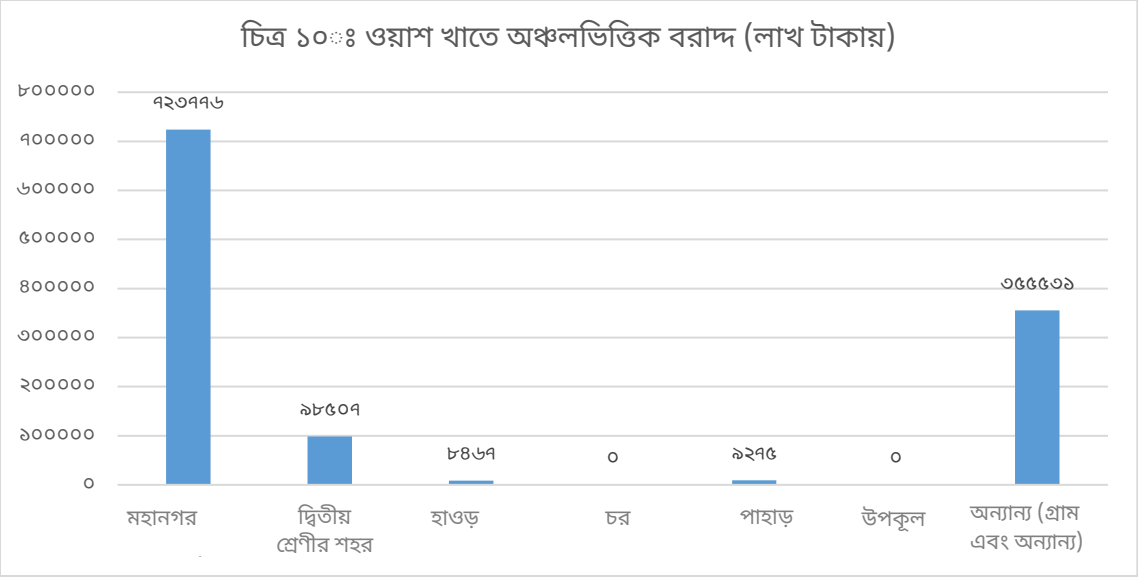

২০১৮-১৯ অর্থবছরে হাওর ও পার্বত্য এলাকার বাজেট বরাদ্দ অনেক ভালো ছিল। এরপর থেকেই এসব এলাকার বরাদ্দে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে এসব এলাকায় বরাদ্দ খানিকটা বেড়েছে। তবে উন্নয়ন বাজেটে উপকূলীয় এলাকার বরাদ্দ কমে গেছে (চিত্র-১১ দেখুন)।

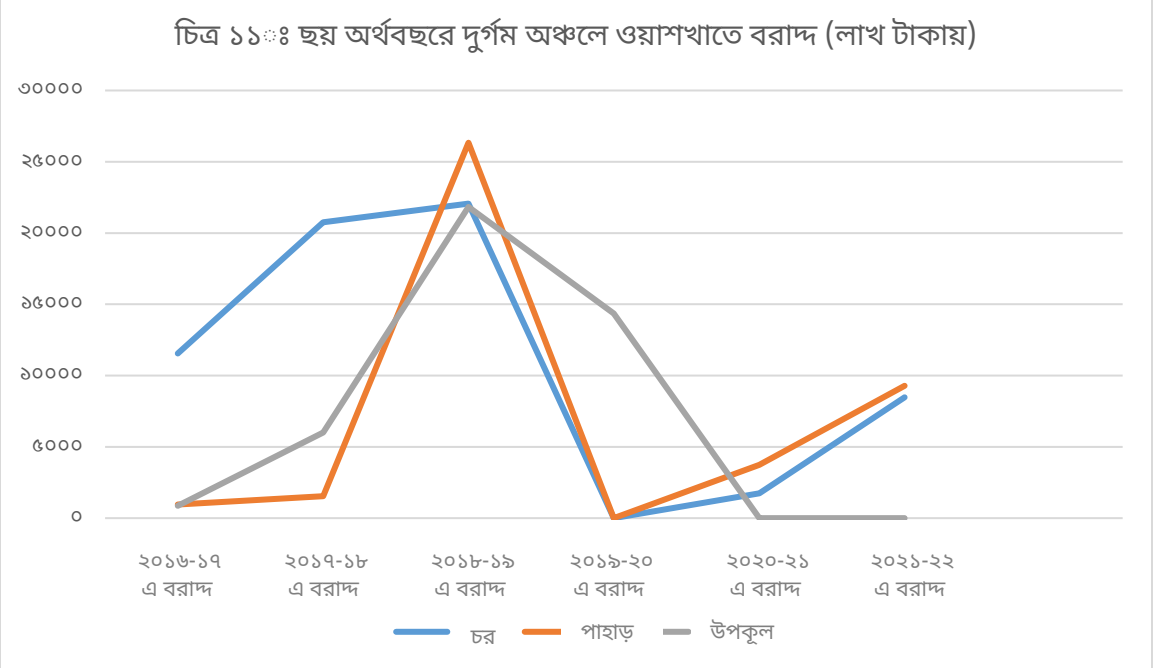

বাজেট বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ

ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে ওয়াশ খাতের বরাদ্দ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। তবে এই বরাদ্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এখনো বাড়ানো হয়নি। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, (চিত্র-১২) বেশির ভাগ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এর বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যতিক্রম ছিল ২০১৮-১৯ অর্থবছর। সেবার বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছিল। মূল বরাদ্দ বা সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ যতটাই পায়, ডিপিএইচই এর পুরোটা খরচ করতে পারে না। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল। খরচ করতে পেরেছিল মাত্র ১৫৬৬১ লক্ষ টাকা।

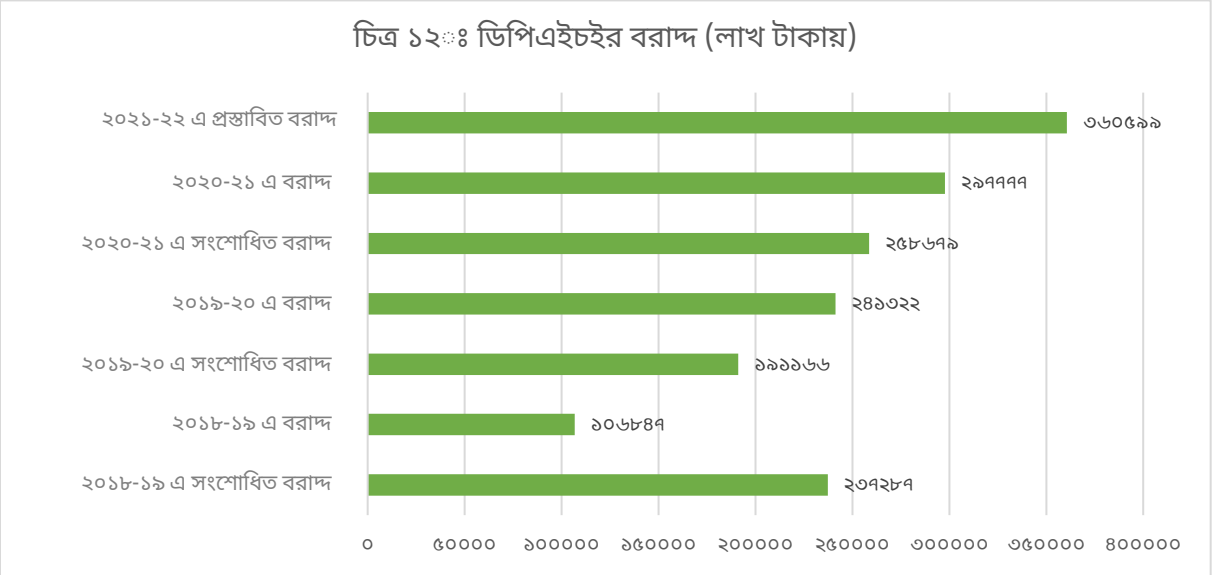

সুপারিশসমূহ

1. মহামারি কালে স্বাস্থ্যবিধিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যবিধিকে একটি স্বতন্ত্র উপখাত হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কোভিড-১৯ এর সঙ্গে লড়াই বা স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে যোগসূত্রের কারণেই এটি দরকার।

2. গ্রাম ও শহরের মধ্যে এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যেও বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে বিপুল বৈষম্য আছে তা দূর করতে ওয়াশ খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য নির্ধারণে পুনভাবনার দরকার।

3. পানি সংক্রান্ত পরিবেশের এবং ঝুঁকি প্রশমনের যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। তবে দুর্যোগ প্রবণ এলাকাগুলোতে এসব প্রকল্পের পরিধি বাড়াতে হবে। বিশেষ করে বন্যা প্রবণ ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় প্রকল্প বাড়াতে হবে।

4. ভালো নীতি থাকলেও বাস্তবায়নের ঘাটতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল মিলছে না। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত কতে হবে। এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এই সক্ষমতার বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।